নর্থ বেঙ্গল গ্রে জাতের দেশী গরু

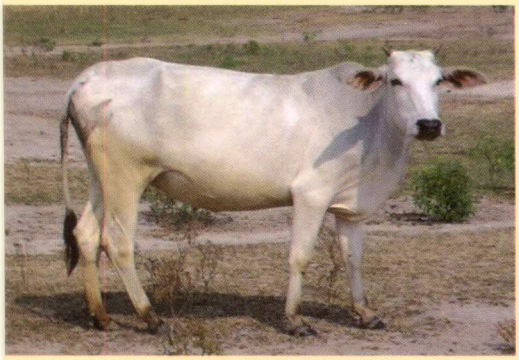

বাংলাদেশ প্রাণিসম্পদ গবেষণা ইনস্টিটিউট

সাভার, ঢাকা ১৩৪১

ভূমিকা

বাংলাদেশে বিদ্যমান দেশী গরুর জাত সমুহের মধ্যে নর্থ বেঙ্গল গ্রে অন্যতম। এই জাতটি স্থানীয়ভাবে কাজলা গরু বা নর্থ বেঙ্গল গ্রে নামে পরিচিত। এদের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা সংকর জাতের গরুর তুলনায় অনেক বেশী বিধায় চিকিৎসা জনিত ব্যয় অনেক কম। এছাড়া দেশীয় প্রচলিত খাদ্য ব্যবস্থাপনায় নিয়মিত দুধ ও বাচ্চা দেয়। গাভীগুলো শান্ত স্বভাবের হওয়ায় পরিবারের মহিলা সদস্যগণও এদের পালন করতে পারে। তাই দেশের উত্তরাঞ্চলে এই জাতের গরু দরিদ্র ও ভূমিহীন কৃষক শ্রেণীর জনগোষ্ঠির নিকট জনপ্রিয়। এ জাতের গরুগুলো মূলতঃ জমিতে হাল চাষ ও গাড়ি টানার কাজে ব্যবহার হয়ে থাকে। দরিদ্র ও ভূমিহীন কৃষক শ্রেণীর জনগণ সাধারনত কৃষি জমির আইল, রাস্তার ধারের ঘাস, বাড়ীর খাবারের উচ্ছিষ্টাংশ এবং কোন কোন ক্ষেত্রে সামান্য পরিমানে দানাদার খাদ্য দিয়ে পালন করে থাকে। দেশী গরুর এই জাতটির বৈশিষ্ট্যায়ন এবং উৎপাদন দক্ষতা বাড়ানোর জন্য বাংলাদেশ প্রাণিসম্পদ গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিএলআরআই) দক্ষিণ কোরিয়া সরকারের গ্রামীণ উন্নয়ন প্রশাসনের আর্থিক সহায়তায় ২০১৩ সাল থেকে একটি গবেষণা কার্যক্রম বাস্তবায়ন করে আসছে।

নর্থ বেঙ্গল গ্রে জাতের গরুর আবাসস্থল

বাংলাদেশের উত্তরাঞ্চলের রাজশাহী এবং রংপুর বিভাগের বিভিন্ন জেলায় এই জাতের গরু পাওয়া যায়। ভূমিহীন, ক্ষুদ্র কৃষক শ্রেণী ও দরিদ্র জনগোষ্ঠি এই জাতটি বেশী পালন করে থাকে। উত্তর বঙ্গের বিভিন্ন জেলায় জরিপ চালিয়ে প্রাপ্ত তথ্য বিশ্লেষণ করে দেখা যায় যে, ঐ সকল অঞ্চলের মোট গরুর মাত্র ১২.০৯% হচ্ছে নর্থ বেঙ্গল গ্রে জাতের। মাঠ পর্যায়ে বিশুদ্ধ নর্থ বেঙ্গল গ্রে জাতের ষাঁড় বা সিমেন সহজ প্রাপ্য না হওয়ায় জাতটি বিলুপ্ত হওয়ার ঝুঁকিতে রয়েছে।

চিত্র ১ ঃ নর্থ বেঙ্গল গ্রে জাতের গাভী

নর্থ বেঙ্গল গ্রে জাতের গরুর বাহ্যিক বৈশিষ্ট্য

নর্থ বেঙ্গল গ্রে জাতের গরুগুলো সাধারণত মধ্যম আকৃতির হয়। প্রায় ৬৩% ক্ষেত্রে গরুর গায়ের লোমগুলো ধুসর থেকে গাঢ় ধুসর এবং ৩৭% ক্ষেত্রে হালকা ধুসর থেকে সাদাটে বর্ণের হয়ে থাকে। তবে হালকা ছাই বর্ণের নর্থ বেঙ্গল গ্রে জাতের গরুও পাওয়া যায়। বয়ঃপ্রাপ্তির সাথে সাথে ষাঁড় গরুর সম্মুখ ভাগে কুজের (Hump) নিকটবর্তী স্থানে কালো আভা দেখা যায়। এছাড়াও, পিঠের মেরুদন্ড বরাবর কাল আভা থাকে। এই জাতের গরুর নাকের অংশ, চোখের লোম, লেজে চুলের গোছা এবং খুর কাল বর্ণের হয়। শিং মধ্যম বা ছোট আকৃতির ও বাঁকানো এবং খাড়াভাবে উপরের দিকে বিন্যস্ত থাকে। ষাঁড়ের গলকম্বল ও কুজ মধ্যম আকৃতির এবং গাভীর তুলনায় উন্নত হয়। পুর্ণবয়স্ক ষাঁড়ের দৈহিক ওজন ৩০০-৩৫০ কেজি এবং গাভীর দৈহিক ওজন ২০০-২৫০ কেজি। তবে আদর্শ খাদ্য ও ব্যবস্থাপনায় নর্থ বেঙ্গল গ্রে জাতের গরুর দৈনিক ওজন বৃদ্ধির হার এখনও নিরুপণ করা হয় নাই।

দুধ উৎপাদন

খামারী পর্যায়ে প্রচলিত খাদ্য ব্যবস্থাপনায় গাভীগুলোর গড় দৈনিক দুধ উৎপাদন হচ্ছে ২.০০ থেকে ৩.০০ লিটার। তবে, গড়ে ৪-৫ লিটার পর্যন্ত দুধ দেওয়া গাভীও রয়েছে।

প্রজনন বৈশিষ্ট্য

নর্থ বেঙ্গল গ্রে জাতের গাভীগুলো নিয়মিত বাচ্চা দেয় এবং বাচ্চা মৃত্যুর হার তুলনামুলক ভাবে অনেক কম। বকনাগুলো ৩.৫-৪.০ বছর বয়সে প্রথম বাচ্চা দেয়। পরবর্তীতে প্রতি ১৩-১৪ মাস অন্তর অন্তর বাচ্চা দেয় এবং বাচ্চা দেয়ার ৬০-৮০ দিনের মধ্যে পুনরায় গরম হয়।

চিত্র ২ ঃ নর্থ বেঙ্গল গ্রে জাতের ষাঁড়

রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা

নর্থ বেঙ্গল গ্রে জাতের গরুর রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা অনেক বেশী বিধায় রোগবালাই জনিত মৃত্যুর হার কম এবং অর্থনৈতিক ক্ষতির ঝুকি নেই বললেই চলে। বাছুরগুলো মাঝে মধ্যে ডায়রিয়ায় আক্রান্ত হলেও বয়স্ক গরুর ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য রোগের প্রাদুর্ভাব লক্ষ্য করা যায় না।

চলমান গবেষণা কার্যক্রম

বর্তমানে জাতটির সংরক্ষণ ও উন্নয়নের জন্য খামারী পর্যায়ে তথ্য সংগ্রহ, জনসচেতনতা বৃদ্ধি, প্রজনন সেবা, দৈহিক আকার ও ওজন বৃদ্ধিসহ যৌন প্রাপ্তির বয়স কমিয়ে আনার উপর গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা করা হচ্ছে।

উপসংহার

নর্থ বেঙ্গল গ্রে বাংলাদেশের আবহাওয়ায় আবহমান কাল থেকে পালিত হয়ে আসা একটি দেশী জাতের গরু। এই জাতটির বৈশিষ্ট্যায়ন এবং উৎপাদন দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য গবেষণা ও উন্নয়ন কার্যক্রম জোরদার করা প্রয়োজন।

রচনায় ও সম্পাদনায়

ড. তালুকদার নূরুন্নাহার, মহাপরিচালক, বিএলআরআই, সাভার, ঢাকা

এবং

ড. গৌতম কুমার দেব, উর্ধ্বতন বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, বিএলআরআই, সাভার, ঢাকা

বিএলআরআই প্রকাশনা নং-২৮৫

প্রথম সংস্করণ ১০০০ (এক হাজার) কপি

প্রকাশকাল আগস্ট, ২০১৭ খ্রিঃ

অর্থায়নে AFACI Asian Food & Agriculture Cooperation Initiative

বাংলাদেশ প্রাণিসম্পদ গবেষণা ইনস্টিটিউট

সাভার, ঢাকা ১৩৪১, ফোন ঃ ৭৭১৬৭০-২

ফ্যাক্স ঃ ৭৭৯১৬৯৫

ই-মেইল ঃ infoblri@gmail.com

www.blri.gov.bd